সংকট উত্তরণে সার্বভৌম ঋণ নিচ্ছে সরকার

নিদারুণ অর্থ সংকটে থাকা সরকার প্রথমবারের মতো বিদেশ থেকে 'সার্বভৌম ঋণ' নেয়ার পরিকল্পনা করছে। এ ব্যাপারে ইতিবাচক সম্মতিও দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আর এর পাশাপাশি আইএমএফ থেকে কঠিন শর্ত মেনে ঋণ পেতেও প্রাণান্তকর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। শর্ত পালনের প্রস্তুতি দেখতে ঢাকা আসছে আইএমএফ প্রতিনিধি দল। এদিকে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে যে বিদেশী ঋণ-সাহায্য এসেছে, তার অর্ধেকেরও বেশি ঋণের সুদ-আসল পরিশোধে খরচ হয়ে গেছে। এসব নিয়ে উদ্বেগও রয়েছে।

জানা গেছে, সরকারের অর্থ সংকট রয়েছে। স্থানীয় ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে অব্যাহত ঋণ নেয়ার পাশাপাশি বিদেশ থেকে সার্বভৌম ঋণ নিতে এগোচ্ছে সরকার। এ ঋণ নিতে ইতিমধ্যেই বিদেশী ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। এর আগে বাংলাদেশ কখনোই এ জাতীয় ঋণ নেয়নি। গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগসহ অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকরা সরকারের এই সার্বভৌম ঋণ নেয়াকে ভালোভাবে দেখছেন না। তাদের মতে, সরকার ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে অতিমাত্রায় ঋণ নিলে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ কমে যাবে। আবার বিদেশ থেকে সার্বভৌম ঋণ নিয়েও যে অর্থনীতি সামাল দিতে পারবে, তার কোন গ্যারান্টি নেই। উন্নত দেশগুলো এ প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেদের অর্থনীতি সামাল দিতে পারেনি। ইউরোপজুড়ে মন্দা তার বড় উদাহরণ। এ জাতীয় ঋণের মধ্যে ঢুকলে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে তা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থ উপদেষ্টা আকবর আলি খান বলেন, ৪০ বছর এ ধরনের সার্বভৌম ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন পড়েনি বাংলাদেশের। কিন্তু এখন অর্থনীতি চ্যালেঞ্জের মধ্যে থাকায় বিষয়টি সামনে এসেছে। তার মতে, এ ধরনের ঋণ অনেক ঝুঁকি তৈরি করে থাকে। ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে সরকারকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। তিনি জানান, এ ধরনের ঋণের ফলে 'ঋণ সংকট' তৈরির আশংকা থাকে। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম জানান, সার্বভৌম ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। তবে কোথা থেকে ঋণ নেবে– সেটা সরকারের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। তিনি মনে করেন, সার্বভৌম ঋণের অর্থ উৎপাদন খাতে ব্যবহার করলে অর্থনীতি আরও চাঙ্গা হবে।

অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, আইএমএফের ঋণ পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সরকার। বর্ধিত ঋণ সহায়তা পেতে আরোপিত শর্ত পালনের অগ্রগতি যাচাইয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি সংস্থাটির একটি টিম ঢাকায় আসছে। এ টিম ১৪ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটন ফিরবে। সরকার শর্ত মেনে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি, ডলারের দর ওঠা-নামায় হস্তক্ষেপ না করা, ব্যাংক ঋণে সুদ হারের সীমা প্রত্যাহার, জ্বালানি খাতে ভর্তুকি কমিয়ে আনা, সরকারের ঋণ কমিয়ে আনাসহ বেশকিছু পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছে। জানা গেছে, একশ' কোটি ডলার ঋণের ব্যাপারে আলোচনা করতে ৭ ফেব্রুয়ারি আইএমএফের এই মিশন ঢাকায় আসছে। মিশনের প্রতিনিধিরা ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠক করবে। এরপর অর্থ মন্ত্রণালয়, এনবিআর, এসইসিসহ সরকারি নীতিনির্ধারক পর্যায়ে আলোচনা করে মিশনটি ওয়াশিংটন ফিরবে। সেখানে গিয়ে আইএমএফের পরিচালনা পর্ষদে বাংলাদেশের জন্য ঋণ প্রস্তাবটি উঠবে।

সূত্র জানায়, ব্যাংক ব্যবস্থায় সরকার ঋণ কমিয়ে চলতি অর্থবছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৫ হাজার ২৪৫ কোটিতে নামিয়ে এনেছে। এর আগে গত নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে যা লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ২০ হাজার কোটিতে উঠেছিল। এছাড়া বাজেটে ভর্তুকির চাপ কমাতে জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি, নতুন আয়কর ও ভ্যাট আইন কার্যকরের উদ্যোগ, মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে অধ্যাদেশ জারি, সামষ্টিক অর্থনীতিতে সরকারের সাম্প্রতিক নীতি অগ্রাধিকার ও কাঠামোগত সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগকে আইএমএফ ইতিবাচকভাবে দেখবে বলে আশা করা হচ্ছে। মূল্যস্ফীতি কমাতে বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করেছে।

ইআরডি সূত্র জানায়, চলতি অর্থবছরের ছয় মাসে যে বিদেশী ঋণ-সাহায্য এসেছে, তার অর্ধেকেরও বেশি ঋণের সুদ-আসল পরিশোধে খরচ হয়ে গেছে। এ নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে অর্থনীতিবিদদের। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে দেশে এসেছে মোট ৮০ কোটি ৭৪ লাখ ডলারের ঋণ-সহায়তা। এর মধ্যে ৪১ কোটি ৫৩ লাখ ডলারই চলে গেছে আগের নেয়া ঋণ ও সুদ পরিশোধে। ফলে ওই ছয় মাসের হিসাবে সরকারের হাতে থাকছে ৩৯ কোটি ২০ লাখ ডলার। বিদেশী সাহায্য প্রবাহ কমে আসায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, আমাদের অর্থনীতিতে যে সংকট চলছে, তার অন্যতম কারণ বিদেশী সাহায্য কমে আসা। বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দাভাবসহ নানা কারণে রফতানি আয় ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স প্রবাহে এখনও ইতিবাচক ধারা বজায় রয়েছে। কিন্তু ফরেন এইড কমে যাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রয়েছে চাপের মধ্যে। পাশাপাশি ডলারের দাম বেড়েই চলেছে। ইআরডির তথ্য অনুযায়ী, ২০১০-১১ অর্থবছরে সব মিলিয়ে ১৭৭ কোটি ৭২ লাখ ডলারের বিদেশী সাহায্য এসেছিল। এর মধ্যে আগের সুদ-আসল পরিশোধে খরচ হয়েছিল ৭২ কোটি ৭৫ লাখ ডলার। তার পরও সরকারের হাতে ছিল ১০৪ কোটি ৯৬ লাখ ডলার।

পেট্রল পাম্পের লাইসেন্স নিয়ে সরকার-ব্যবসায়ী মুখোমুখি

পেট্রল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনের লাইসেন্স নিয়ে মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে সরকার ও ব্যবসায়ীরা। একদিকে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) থেকে বলা হচ্ছে, দেশের সব পেট্রল পাম্প ও অধিকাংশ সিএনজি স্টেশনের বৈধ কোন লাইসেন্স নেই। বিইআরসি আইন হওয়ার পরে ৮ বছর পার হলেও তারা লাইসেন্স দেয়ার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। জ্বালানি খাতের নিয়ন্ত্রণকারী এ প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলছেন, পেট্রল পাম্প ও সিএনজি পাম্পের বৈধ লাইসেন্স যাতে ব্যবসায়ীরা নেয় সেজন্য সময়সীমা বেঁধে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স না নিলে ওই প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের সংযোগ ও সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হবে। তারা বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলো বৈধ লাইসেন্স না নেয়ার কারণে গত ৮ বছরে লাইসেন্স বাবদ সরকার প্রায় চারশ' কোটি টাকা রাজস্ব হারিয়েছে। অন্যদিকে পেট্রল পাম্প ও সিএনজি ব্যবসায়ীরা বলছেন, দেশের পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনগুলো বৈধ লাইসেন্স নিয়েই ব্যবসা পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ সরকারের পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টের আওতায় বিস্ফোরক অধিদফতর থেকে অনুমোদন নেয়া হচ্ছে। এছাড়া লাইসেন্স নিয়ে যদি বিইআরসি কোন ধরনের কঠোর অবস্থানে যায় এবং এ কারণে যদি কোন প্রতিষ্ঠানের সংযোগ বা সরবরাহ বন্ধ করে দেয় তাহলে সারাদেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য পেট্রল পাম্প ও সিএনজি স্টেশন বন্ধ করে দেয়া হবে। এর ফলে যদি কোন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে তাহলে এর দায়-দায়িত্ব নিতে হবে বিইআরসিকেই। এছাড়া ব্যবসায়ীরা বলছেন, বিইআরসি লাইসেন্স ফি অনেক বেশি। বিইআরসি কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয় যে বছর বছর পেট্রল পাম্প ও সিএনজি স্টেশন থেকে লাইসেন্স বাবদ এক লাখ টাকা করে নেবে। এমনকি নবায়নেও এক লাখ টাকা ফি নেয়া হচ্ছে। বিইআরসি সূত্রে জানা গেছে, দেশের সব পেট্রল পাম্পকে আইনের আওতায় এনে লাইসেন্স গ্রহণের সুযোগ দিতে আগামী সোমবার দেশের জাতীয় দৈনিকে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে এক মাসের সময় বেঁধে দেয়া হবে। একই সঙ্গে লাইসেন্সবিহীন সিএনজি পাম্পের জন্যও এক মাসের সময় দেয়া হবে। তবে সিএনজি পাম্পের জন্য কোন গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে না। ৩১ জানুয়ারি বিইআরসির এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বিইআরসি চেয়ারম্যান সৈয়দ ইউসুফ হোসেন এ বিষয়ে যুগান্তরকে বলেন, আমরা পেট্রল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনের মালিকদের বলব লাইসেন্স গ্রহণ করতে। এজন্য সময়ও দেয়া হবে। ওই সময়ের ভেতর লাইসেন্স না নিলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিইআরসির সদস্য ড. সেলিম মাহমুদ বলেন, ৮ বছর হয়ে গেলেও দেশের পেট্রল পাম্পগুলো নির্বিঘ্নে লাইসেন্স না নিয়ে এবং আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ব্যবসা করছে। তাই এবার আমরা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনি বলেন, লাইসেন্স ফি যদি বেশি হয় তাহলে ব্যবসায়ীদের কমিশনে এসে আলোচনা করার সুযোগ আছে। প্রয়োজন হলে আমরা গণশুনানির ব্যবস্থা করব। তিনি বিইআরসি আইন পুরোটা পড়ার জন্য ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দেন।

বিইআরসির ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানান, ২০০৩ সালের ১৩ মার্চ বাংলাদেশ এনর্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) আইনের গেজেট প্রকাশ করা হয়। লাইসেন্স সম্পর্কে বিইআরসির ২৭ নম্বর ধারার এক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বিইআরসির লাইসেন্স ছাড়া অন্য কোন আইনের মাধ্যমে কেউ বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ এবং এনার্জি মজুতকরণ ব্যবসা করতে পারবে না।

THE UTILITY WAREHOUSE DISCOUNT CLUB
SIM Only OFFER
মাত্র ২০ পাউন্ড (£20 only)
Unlimited FREE Call (Any Network), Unlimited Tex, Unlimited Landline
মাত্র ১৫ পাউন্ড (£15 only)
800 Miniutes FREE Call (Any Network), Unlimited Text
মাত্র ১০ পাউন্ড (£10 only)
500 Miniutes FREE Call (Any Network), Unlimited Text
Contact:07958 481 569, 07950 041 759

LONDON TRAINING CENTRE
Chartered Institute of Environmental Health
CIEH Registered Centre
ফুড হাইজিন কোর্স
Services : Home Inspection Report
Fire Risk Assessment
Courses: Food Hygiene
Health & Safety First Aid
Mr Abdul Hoque Habib
Please contact: 020 7377 5966 / 07961 064965
243A Whitechapel Road, London E1 1DB
e: info@londontrainingcentre.com web: www.londontrainingcentre.com

Laptop / Desktop Pc Repair
Call Me I do Home Visit
Virus Removel Data Recopvery
Bangla software
Second Hand Computer Buying Saling
ঘরে বসে কম্পিউটার রিপেয়ার করুন
আপনার কম্পিউটার বা লেপটপে প্রবলেম ?-আমাদের কল করুন
আমরা ঘরে বা অফিসে এসে কম্পিউটারের সমস্য সমাধান করি
■ ভাইরাস রিমোভাল ■ ডাটা রিকোভারি ■ বাংলা সফটওয়্যার
পুরাতন কম্পিউটার কেনাবেচা
Call: Mahinoor: 079 5134 2614